বনফুলের
বিচিত্র কাহিনীর চিত্ররূপ
কিছুক্ষণ

সানরাইজ ফিল্মসের প্রযোজনায়
ভেনাস ফিল্মসের নিবেদন

☆ কিছুক্ষণ ☆

কাহিনী ও সংলাপ : **বনফুল**

চিত্রনাট্য ও পরিচালন : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা : **নচিকেতা ঘোষ**

গীতরচনা : শৈলেন রায় ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ শ্যামল মিত্র

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ

শব্দধারণ : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

ঐ বহির্দৃশ্যে : শ্যামসুন্দর ঘোষ, অবনী চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ,

সম্পাদনা : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দ্দেশ : সুধীর খান

ব্যবস্থাপনা : প্রবোধ পাল

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

সংগঠন : পশুপতি মুখোপাধ্যায়

দৃশ্যাঙ্কন : জগবন্ধু সাউ
রামচন্দ্র সেণ্ডে

● সহকারী বৃন্দ ●

পরিচালনা : সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাশগুপ্ত, জগদীশ মণ্ডল,

চিত্রগ্রহন : বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাশ,

বহির্দৃশ্যে : সত্য রায়

শব্দধারণ : শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু

সঙ্গীত পরিচালনা : জানকী দত্ত, জয়ন্ত শেঠ

ব্যবস্থাপনা : সুবোধ পাল

শিল্প-নির্দ্দেশ : সুকুমার দে

রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে

আলোকসম্পাত : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস

চিত্র পরিস্ফূটন : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ

স্থিরচিত্রগ্রহণ : এড্না লরেঞ্জ

যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

পরিচয়ে লিখন : জগদীশ মণ্ডল

॥ ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

পরিবেশক : সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১

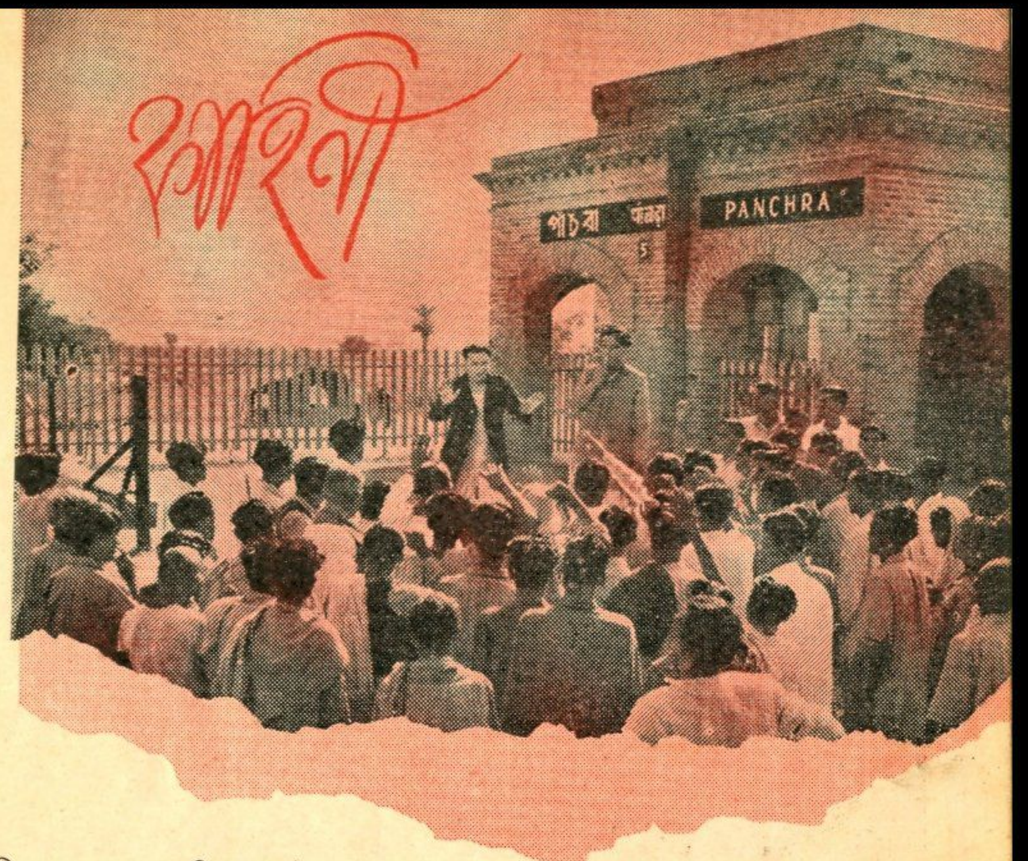

কাহিনী

গোত্রহীন এক জনবিরল ষ্টেশনে ঘটে সেই আশ্চর্য্য ঘটনা। সুবিমলের বিশ্বরূপদর্শন।

মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জন। ক'লকাতায় যাবে। ভোরেই একটা এক্সপ্রেস ট্রেণ কোন দুর্ব্বিপাকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের ষ্টেশনে। উদগ্রীব যাত্রীরা শোনে—সারা দিনের মধ্যে তার আর ছাড়বার আশা নেই।

যাত্রী জনতা উপচে পড়ে ষ্টেশন প্রাঙ্গনে। নানা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনেও। অপরিচিত পরিস্থিতিতে সারাদিন কাটাবার মত সুখ-সুবিধার অন্বেষণে—সূতো ছেঁড়া মালার অসংখ্য, অসংলগ্ন পুঁথির মত।

সুবিমল জড়িয়ে পড়ে সেই জনতার জালে।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত আকৃতি, কত প্রকৃতি। যত জন, তত মন। নিখিল প্রাণের প্রেম-প্রীতি-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যের সঙ্গে, কত গোপন কামনা-বেদনার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। প্রতিদিনের জন্ম-মৃত্যু-মিলন-বিরহের সমারোহ নিয়ে অনন্ত মানব মিছিল যেন একদিনের জন্যে গতিহারা হ'য়ে অকল্পিত অসামান্যতায় ভ'রে তোলে সুবিমলদের ছোট্টো ষ্টেশনটিকে।

সে বিচিত্র সমারোহে আসে ইঞ্জিন ড্রাইভারের প্রজাপতির মত ফুটফুটে ছোট মা-মরা মেয়েটি। উড়ুণী গলায় খাঁচা হাতে বাবুটি আর হ্যাট-মাথায় বেঁটে লোকটি—নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে। আসে সালটীর চৌধুরী বংশগৌরবের আস্ফালনে রত কঞ্জুষ বৃদ্ধটি—যার নাতিকে ক্ষুধার জ্বালায় চুরি ক'রতে হ'য়। এক কামরায় নব বিবাহিত দম্পতীর বাসরোৎসবে সঙ্গীতের কলতান আর পাশের কামরায় প্রসব-

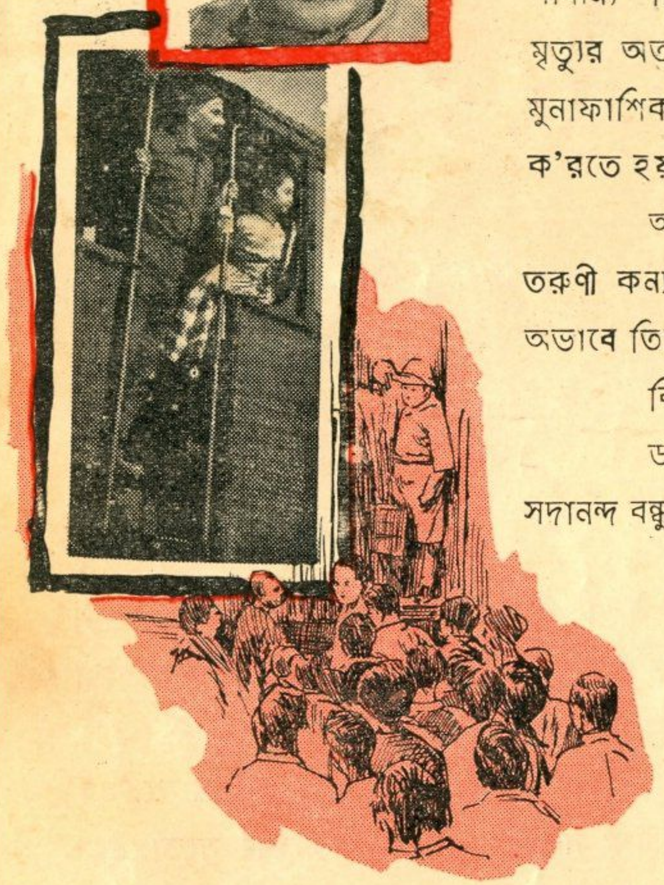

যন্ত্রনায় অসহায় রমণীর মরণ আকুতি। যে প্ল্যাটফরমে ক্ষণিকের অতিথিদের মধ্যে সামান্য পানীয় জলের জন্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি—আসে সেই প্ল্যাটফরমেই মৃত্যুর অতর্কিত পদক্ষেপ। আসে মানুষের বুভুক্ষার সুযোগ-সন্ধানী লুব্ধ ব্যাবসায়ীর মুনাফাশিকারের নির্ম্মমতা—যার স্বাক্ষর সুবিমলকে নিজের রক্তাক্ত কপালে বহন ক'রতে হয়।

আর আসেন অবরুদ্ধ কামনা-বেদনা নিয়ে যে সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়—বিধবা তরুণী কন্যার হাত ধ'রে ষ্টেশনের একপ্রান্তে আশ্রয় নিতে—কে জানতো কাদের অভাবে তিনি একমনে ছোটোদের ছড়াছবিতে ডুবে থাকেন আর মেয়েটি লুকিয়ে রাখে কোন ভ্রষ্টলগ্নের ইতিহাস আচার-নিষ্ঠার আড়ালে!

কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে অসামান্যা হ'য়ে যে আসে—সে মার্থা।

ডাক্তারী পড়া মেয়ে, একাই দিল্লী যাচ্ছে। সহযাত্রীদের অবাঞ্ছিত মনোযোগ থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে পৌঁছে দিতে হয় সুবিমলকে সদানন্দ বন্ধুবৎসল এ্যাসিট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার মাখনবাবুর কোয়ার্টারে। ছাগলওয়ালী ধাই বুড়ী মাষ্টার-পত্নীকে খবরটা দেয়—ডাক্তার বাবু তার বৌকে নিয়ে এসেছেন গো!

কিন্তু অতিথি সৎকারের সময়ে কঠিন হয়ে ওঠে বিনুর কোমল মুখখানি মার্থার কথা শুনে—আমি খৃষ্টান, মুচির মেয়ে। পারবেন আমাকে খাওয়াতে এ কথা জেনেও!

সমগ্র জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আসে তারা। মার্থা ও সুবিমল। অনাদিকালের স্রোতে এই ষ্টেশনে ভেসে আসা দুটি ফুল। বসুধা তাদের কাছে খণ্ড, ক্ষুদ্র নয়। ভাগ্য তুলে দেয় তাদের হাতে ছিন্ন পুঁথির মালার সূত্র দুটি। দিনের প্রচুর অবসরে বার বার ফুটে ওঠে এক তারে বাঁধা তাদের মনের সুর। পুকুরঘাটে ধাই বুড়ী আবার ভুল করে। নিজেই আঁকসি দিয়ে একগোছা ফুল পেড়ে সুবিমলকে বলে— পরিয়ে দাও না মাথায়, লজ্জা কি!

বুড়ীর ভুল বুঝি রাঙিয়ে দেয় তাদের মন। পীর পাহাড়ের নিরালা দরগায় একই কামনা নিয়ে দুজনে ঝুলিয়ে দেয় একটি নুড়ি।

বুড়ীর ভুল আর ভাঙ্গে না। ভাঙ্গে বিনোদিনীর ভুল। সে এক বিপর্য্যয়ে। মাথায় ক্ষত নিয়ে সব ভুলে যখন সুবিমল ও মার্থা নিয়ে ছুটে যায় মুনাফাশিকারীর মরণাপন্না স্ত্রীর সাহায্যে। যখন তাদের প্রাণপণ চিকিৎসায় ও যত্নে রক্ষা পায় রমনী—ভূমিষ্ট হয় লুব্ধ ব্যবসায়ীর সুস্থ সন্তান।

সজল চোখে সে জড়িয়ে ধরে সুবিমলের পা—আমি আপনার মাথা ফাটিয়ে দিলাম তবু আপনি আমার এত বড় উপকার করলেন!

বিনোদিনীও মার্থার হাত ধরে—আমায় ক্ষমা করো ভাই। আমি ভুল করেছিলাম তোমার জাতবিচার ক'রে—

গান

বরযাত্রীদের গান ঃ

আহা গোলাপগুলি বিলাপ করে রূপ দেখে—
আহা পলাশ বলে নালিশটুকু যাই রেখে।
চামেলী কয় এমনটি আর হয় না—
কথা কেন কয় না বৌ, কথা কেন কয় না।

বৌ কথা কও, বৌ মুখ তোল
ডালিম কুঁড়ি তোমায় দেখে লাল হ'ল—
লাজ পেয়ে আজ লাল হ'ল!
আহা চাঁপা বলে ওরূপ চোখে সয় না—
কথা তবু কয় না বৌ, কথা তবু কয় না!

মহুয়া কয় আমার বুকেও মৌ ছিল
সবটুকু তার উজাড় ক'রে বৌ নিল—

বৌ চোখ খোল, বৌ চোখ মেল
চাতক চোখে চোখ মেলাতে চোখ মেল—
চোখ গেল কয় চোখ গেল।
আহা চপল হাওয়া চমকে দেখে বয় না—
কথা তবু কয় না বৌ, কথা তবু কয় না॥

রচনা ঃ শৈলেন রায়
গেয়েছেন ঃ শ্যামল মিত্র

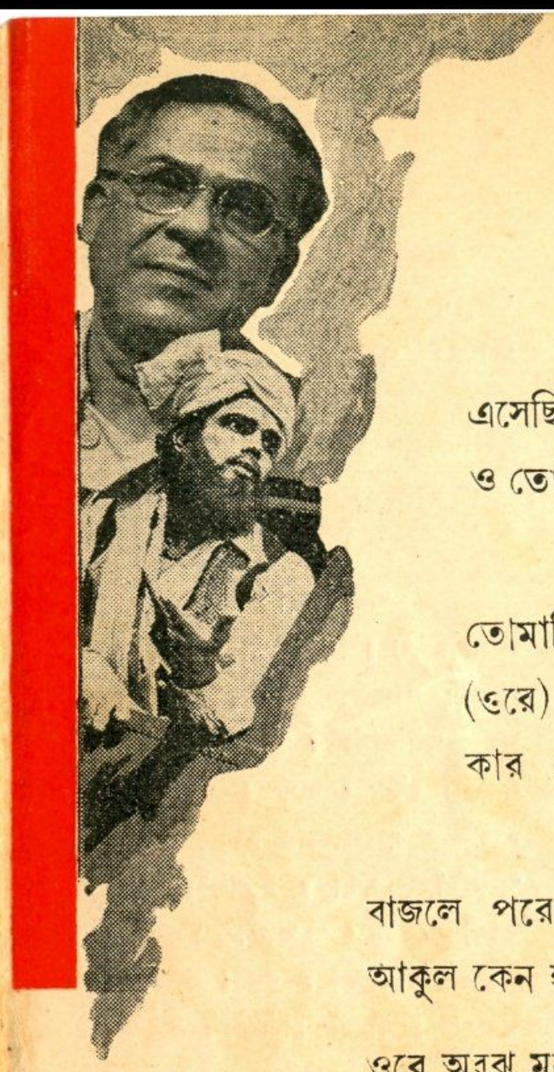

বাউলের গান ঃ

এসেছি ভাই ভবের ইষ্টিশানে।
ও তোর জীবন লাইন চলে গেছে
অচিন দেশের পানে!

তোমারি ডাক আসবে যবে
(ওরে) টিকিট তখন কাটতে হবে—
কার যে কখন আসবে গাড়ী
কেউ কি তা জানে॥

বাজলে পরে পারের ঘণ্টা
আকুল কেন হয় রে মনটা।

ওরে অবুঝ মনরে আমার—
রয় যে প'ড়ে পাশাপাশি
জনম-মরণ কান্না হাসি,
এসেছি ভাই হেথায় মোরা
কিছুক্ষণের টানে॥

রচনা ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
গেয়েছেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

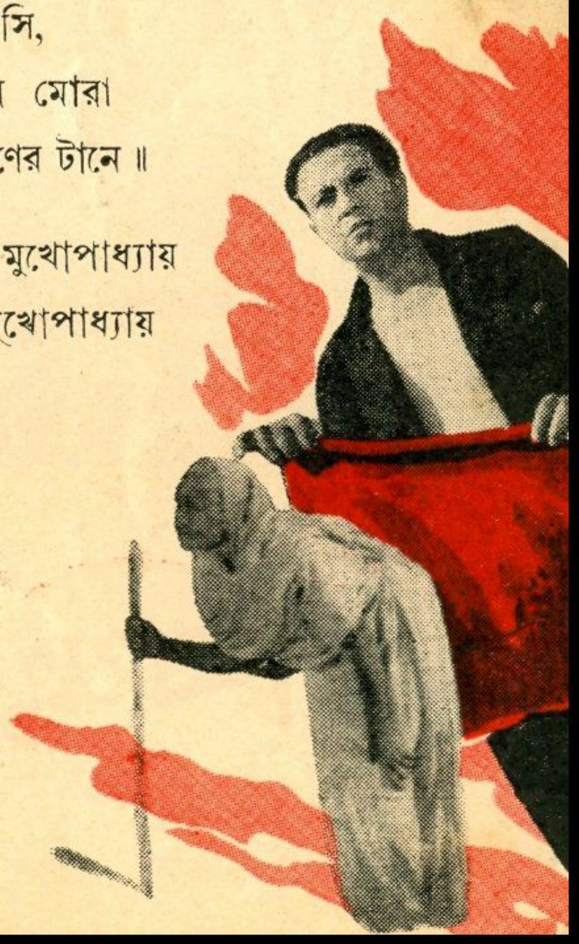

চরিত্রলিপি :

অরুন্ধতী মুখার্জ্জী

অসীম কুমার ॥ শোভা সেন
জীবেন বসু ॥ গঙ্গাপদ বসু
শিশির বটব্যাল
সুনীত মুখার্জ্জী ॥ নিভাননী
হেমাঙ্গিনী ॥ কেষ্ট দাস
টুনটুন

অন্যান্যরা :

জানকী দত্ত ॥ দেবু শর্ম্মা ॥ শৈলেন পাল ॥ পারিজাত বসু ॥ দুর্গাদাস অমল ভট্টাচার্য্য ॥ রবি । তরুণ সরল । রথীন ॥ বার্ক । চন্দ্রশেখর নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাঃ বুলান আর, পি, শর্ম্মা ॥ খগেশ ॥ কাল্লু কালী দে ॥ কালী চক্রবর্ত্তী অরবিন্দ ॥ রমেশ । বটু ॥ জগদীশ সুধাংশু ॥ ধীরেন ॥ চিত্রা ॥ রোজি কল্পনা ॥ কৃষ্ণা ॥ নিনা
ও শত শত শিল্পী…

•

এই চিত্রনির্ম্মাণে সাহায্যদানে আমাদের ধন্যবাদার্হ

শ্রীঅনিলচন্দ ॥ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসংযোগ অধিকর্ত্তা ॥ পাঁচরা রেল ষ্টেশনের কর্ম্মীবৃন্দ ॥ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শ্রীসমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ লিলুয়া ওয়ার্কশপ কর্ত্তৃপক্ষ ॥ শ্রীনরেন্দ্র নাথ মিত্র ॥ পাঁচরা গ্রামবাসীবৃন্দ ॥ নর্থ সুবার্বন হাসপাতাল ॥ দি আর্মারী ও আরও অনেকে…

কিছুক্ষণ

সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড কর্ত্তৃক ৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত
এবং অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।